মুক্ত প্রকাশ, মুক্ত বিকাশ

৩য় জাতীয় দেয়াল পত্রিকা উৎসব ২০১০

'মুক্ত প্রকাশ, মুক্ত বিকাশ' এ প্রত্যয় নিয়ে ১৬-১৮ জানুয়ারি ২০১০ তিন দিন ব্যাপী ৩য় জাতীয় দেয়াল পত্রিকা উৎসব'১০ অনুষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে। বাংলাদেশ দেয়াল পত্রিকা পরিষদের আয়োজনে ও আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর সহযোগিতায় ৩য় বারের মতো এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সারাদেশ থেকে বিদ্যালয় নাট্য দল (বিনাদ) অন্তর্ভূক্ত বিদ্যালয় সহ শতাধিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তাদের সৃজনশীল, নান্দনিক দেয়াল পত্রিকা নিয়ে এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে।

দেয়াল পত্রিকা উৎসবের উদ্বোধন করছেন প্রধান অতিথি

দেয়াল পত্রিকা উৎসববের পুরস্কার

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ও গবেষক অধ্যাপক আনিসুর রহমান। সংগঠনের সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এতে উদ্বোধক ছাড়াও শিল্পী হাশেম খান, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল মান্নান চৌধুরী, শিক্ষা ব্যক্তিত্ব শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী ও পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোতাহার আখন্দ বক্তৃতা করেন।

দেয়ালে দেয়ালে/মনের খেয়ালে/লিখে যাই কত কথা আমি যে বেকার/ পেয়েছি লেখার স্বাধীনতা- শিশু বয়সে কবি সুকান্ত এভাবেই মনের কথা স্বাধীনভাবে বলেছিলেন কোন এক দেয়ালের উপর কয়লার আঁচড় কেটে। তা দেখে কমরেড মোজাফফর আহমদ তাঁর হাতে খাতা আর পেন্সিল তুলে দিয়ে বলেছিলেন, যেন সে তার মনের কথাগুলো খাতায় লিখে রাখে। সুকান্ত লিখে রেখেছিলেন তার চিন্তার স্বাধীনতা, অবাক করে দিয়েছিলেন পৃথিবীকে। খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক বা লেখকদের অনেকেই হাতে খড়ি নিয়েছেন দেয়াল পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে। একটা সময়ে দেয়াল পত্রিকার প্রচলন ছিল সর্বব্যাপি, নিভৃত গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে রাজধানীর সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ সর্বত্র দেয়াল পত্রিকার চর্চা হতো। মাসিক, বার্ষিক, ঋতুভিত্তিক এবং ঐতিহাসিক দিবস উপলক্ষেও দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ হতো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিশু/ কিশোর সংগঠন, যুব সংগঠনসহ কিছু কিছু পরিবারেও দেয়াল পত্রিকা প্রকাশের রেওয়াজ ছিল। কিন্তু প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, সর্বস্তরে বাণিজ্যিকীকরণের প্রবণতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা ও অব্যবস্থাপনা ক্রমাগত বেড়ে চলার কারণে দেয়াল পত্রিকা চর্চা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে চলে আসে।

পরিষদের নেতৃবৃন্দ যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এ আয়োজন করেন তা হলো– দেশের শিশু-কিশোরদের মুক্তবুদ্ধি চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে তাদের সুপ্ত লেখক সত্ত্বার বিকাশ ঘটানো, সৃজনশীল ও আনন্দদায়ক শিক্ষা উপকরণ হিসেবে দেয়াল পত্রিকা চর্চায় পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিদ্যালয়কে সম্পৃক্ত করা, দেশের নবীন এবং প্রবীণ লেখকদের মাঝে কার্যকর যোগসূত্র স্থাপন করা, আগামী দিনে দায়িত্ববান, দক্ষ, দেশপ্রেমিক, সৎ এবং অসাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব গঠনে দেয়াল পত্রিকা চর্চাকে নিয়মিত করার মাধ্যমে নিরন্তর ভূমিকা রাখা।

ন্যাশনাল পারফরমেন্স ইভালুয়েশন অ্যাওয়ার্ড বিজয়ীরা

দেয়াল পত্রিকা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোতাহার আখন্দ বলেন, দেয়াল পত্রিকার মধ্য দিয়ে আমরা শিশু কিশোরদের মননশীল মুক্ত ভাবনাকে উন্মুক্ত করে দিতে পারি। আর এটার জন্য দরকার হবে বিদ্যালয় কেন্দ্রিক দেয়াল পত্রিকা চর্চা বাড়ানো। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দেয়াল পত্রিকা উৎসব, প্রতিযোগিতা, আন্তঃবিদ্যালয় দেয়াল পত্রিকা বিনিময় ও দেয়াল পত্রিকা জাদুঘর স্থাপনের মাধ্যমে দেয়াল পত্রিকা চর্চাকে সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তর করতে হবে।

প্রতিযোগিতায় স্থান পাওয়া দেয়াল পত্রিকাগুলোর সুন্দর ও আকর্ষণীয় নামই শুধু নয়, নান্দনিক উপস্থাপনাও সবাইকে মুগ্ধ করেছে। উৎসবে অংশ নেওয়া উল্লেখযোগ্য দেয়াল পত্রিকা গুলো হচ্ছে- *শহীদ স্মরণে, শিকড়, সিঁড়ি, অপরাজিতা, পল্লী মায়ের কোল, দ্রোহ, অনুপ্রাস, অন্বেষণ, বিজয় নিশান, প্রচেতা, স্বপ্নডানা, আলোর মশাল, মনন, মুক্তি, অরুণোদয়* ইত্যাদি। উৎসবে প্রদর্শনী ছাড়াও ছিল ক্ষুদে লেখকদের সাথে খ্যাতিমান কবি, লেখকদের আড্ডা, ন্যাশনাল পারফরমেন্স ইভালুয়েশন অ্যাওয়ার্ড এর চূড়ান্ত পর্ব ও জাতীয় শিক্ষক সম্মেলন। প্রদর্শনী প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। প্রতিদিন আনুমানিক ৩-৫ হাজার জন দর্শনার্থী উৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

দেয়াল পত্রিকা উৎসবে পুরস্কার বিতরণের পর বিজয়ীরা ও পুরস্কারপ্রাপ্ত 'মুক্তি' দেয়াল পত্রিকা

উৎসবের সমাপনী দিন পুরস্কার বিতরণী ও আলোচনা পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গবেষক, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। দেয়াল পত্রিকা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য রাখেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল, বাংলা একাডেমীর সাবেক মহা পরিচালক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, সাংবাদিক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, বিটিভির সাবেক পরিচালক রফিকুল ইসলাম সরকার ও সবুজ কানন হাই স্কুল, সিরাজগঞ্জের প্রধান শিক্ষক শাহনাজ মাহমুদা। দর্শক সারিতে হাজার হাজার শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

দেয়াল পত্রিকা উৎসবের প্রবেশ তোরণ ও বিচারকের বিচার কার্য

প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন- শিল্পী হাশেম খাঁন, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বিপ্লব বালা ও মোতাহার আখন্দ। লেখার বিষয় হিসেবে ছিল জলবায়ু পরিবর্তন, ঢাকার ৪০০ বছর, মানবাধিকার, জেন্ডার, বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম, নারী আন্দোলন, যুদ্ধাপরাধ, লোক সংস্কৃতি ইত্যাদি।

দেয়াল পত্রিকা উৎসবে পুরস্কারপ্রাপ্ত দেয়াল পত্রিকা 'অনুপ্রাস' ও 'শিকড়'

লেখার মান, শিল্প রূপ-এ দুটো বিষয়কে প্রধান বিচার্য বিষয় হিসাবে ধরা হয়। তবে লেখাগুলো মান সম্পন্ন না হলে শুধু শিল্পরূপকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। সামগ্রিকভাবে দুটো বিষয় বিবেচনা করে ১ম থেকে ১০ম স্থান পর্যন্ত সেরা ১০টি পত্রিকাকে পুরস্কৃত করা হয়। আলোচনা শেষে পুরস্কার বিতরণী পর্বে ১০টি পত্রিকাকে দেওয়া হয় সেরা পুরস্কার। প্রথম পুরস্কার পেয়েছে সেন্ট গ্রেগরী উচ্চ বিদ্যালয় 'শিকড়' পত্রিকার জন্য। তারা পুরস্কার হিসেবে পেয়েছে একটি সুদৃশ্য ক্রেস্ট, সনদ পত্র ও ২০,০০০/- টাকার চেক। দ্বিতীয় পুরস্কারের জন্য ১০,০০০/- টাকার চেক, ক্রেস্ট ও সনদ পত্র জিতেছে 'মুক্তি' পত্রিকার জন্য কিশোরগঞ্জের আজিমউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় এবং ভিকারুন নিসা নূন স্কুল 'অন্বেষণ' পত্রিকার জন্য তৃতীয় পুরস্কার একটি ক্রেস্ট, সনদপত্র ও ৫০০০/- টাকার চেক। সনদপত্র ও ২০০০/- টাকা করে পুরস্কার পেয়েছে সেরা দশের বাকী ৭টি পত্রিকা- 'অরুণোদয়'- সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল (ঢাকা), 'অনুপ্রাস'- সবুজ কানন হাই স্কুল (সিরাজগঞ্জ), 'গ্রাস'- ভিক্টোরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (সিরাজগঞ্জ), 'রংবেরং'- শহীদ ফজলুল হক পৌর উচ্চ বিদ্যালয় (পাবনা), 'ইচ্ছে ডানা'-শিশু পল্লী প্লাস (গাজীপুর), 'পল্লী মায়ের কোল'- রেবেকা হাবিব বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (গাইবান্ধা) এবং 'সৃজনী'- আদিয়াবাদ ইসলামিয়া স্কুল ও কলেজ (কুমিল্লা)।

উল্লেখ্য যে, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর আয়োজনে ও ব্যবস্থাপনায় ২০০৮ সালে প্রথম জাতীয় দেয়াল পত্রিকা উৎসব এবং ২০০৯ সালে বাংলাদেশ দেয়াল পত্রিকা পরিষদের আয়োজন ও আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) ব্যবস্থাপনায় দ্বিতীয় জাতীয় দেয়াল পত্রিকা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।